সমকাল

0 2 MAR 2026

বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে নতুন ঝুঁকি

■ সমকাল প্রতিবেদক

ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা, এর জেরে মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচ দেশে মোতায়েন করা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ইরানের হামলা ও চলমান সংঘাতে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বড় ধরনের সংকটে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ী ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, সংঘাতের কারণে জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়বে। ইরানের সীমায় হরমুজ প্রণালি ব্যবহার করে জাহাজ পরিবহন বন্ধ করে দিয়েছে দেশটি। এতে পণ্য পরিবহন বাধাগ্রস্ত হবে। পুরোনো রপ্তানি আদেশের পণ্য সময়মতো হাতে পাবে না ব্র্যান্ড-ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। এ কারণে নতুন করে রপ্তানি আদেশও দিতে চাইবে না তারা। নতুন রপ্তানি আদেশ ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হরমুজ প্রণালি দিয়ে কোনো জাহাজ চলাচল করতে পারবে না বলে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী সরাসরি সতর্কতা জরি করেছে গত শনিবার। এরপর থেকে উপসাগরীয় অঞ্চলে জাহাজ চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে জ্বালানি নিরাপত্তা সংকট তৈরি হতে পারে। প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এই প্রণালি ব্যবহার করে পরিবহন করা হয়। এখন বিকল্প পথে জাহাজগুলোকে এখন অনেক বেশি সময় ও খরচ দিয়ে বিকল্প পথে পৌঁছতে হবে। শিপিং রুট পরিবর্তন করে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে দীর্ঘ পথ আফ্রিকার কেপ অব গুড হোপ ঘুরে ইউরোপ ও আমেরিকায় যেতে হবে। এতে যাতায়াতের সময় প্রায় ১০-১৫ দিন বেড়ে যেতে পারে। নৌপথ অনিরাপদ হওয়ায় বীমা প্রিমিয়াম এবং জাহাজ ভাড়া ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা রপ্তানিকারকদের মুনাফায় টান দেবে।

বাংলাদেশ তার জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে। যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ থেকে ১১০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দেশের অভ্যন্তরে। জ্বালানি সংকটে কারখানায় লোডশেডিং এবং উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় বাজারে তেলের দাম বাড়লে পরিবহন ও জেনারেটরের খরচ বেড়ে যাবে, ফলে পোশাক খাতের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয় ৫ থেকে ৮ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবর বিশ্লেষণ করে এবং উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নতুন করে দেখা দেওয়া এই সংকটের কারণে জাহাজ ভাড়া ও বীমা খরচ ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। ইউরোপের ২৭ দেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রে লিড টাইম বা ক্রেতার হাতে পণ্য পৌঁছানোর

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সংঘাত

ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগবে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে ৫ থেকে ১০ শতাংশ। এ সব কারণে নতুন রপ্তানি আদেশ ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার। যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি বাড়লে পশ্চিমা দেশগুলোর ভোক্তারা তাদের বিলাসদ্রব্য ও পোশাক কেনা কমিয়ে দেবে। এতে প্রধান দুই বাজারে রপ্তানি কমে যেতে পারে আশঙ্কাজনক হারে।

এ বিষয়ে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক এবং ডেনিম এক্সপার্টের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সমকালকে বলেন, হরমুজ প্রণালি একটি সরু কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ, যা পারস্য উপসাগরকে বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করে। এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সংকট-বিন্দু হিসেবে ধরা হয়। কারণ বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি তেল ও ২৫ শতাংশের বেশি এলএনজি এই পথ দিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে রপ্তানি হয়, যাদের কাছে বৈশ্বিক তেলের প্রায় অর্ধেক এবং গ্যাসের প্রায় ৪০ শতাংশ মজুত রয়েছে। এই তেল ও গ্যাসের প্রায় ৮০ থেকে ৮৪ শতাংশ বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশগুলোতে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ সরাসরি এই প্রণালির আশপাশে অবস্থিত না হলেও এর পরোক্ষ প্রভাব পড়বে। কারণ হরমুজ প্রণালিতে কোনো ধরনের উত্তেজনা, অবরোধ বা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলে বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের দাম বেড়ে যায়। ফলে বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানি খরচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয়ের চাপ বাড়ে এবং চূড়ান্তভাবে পোশাকের উৎপাদন ব্যয় ব্যাপক বেড়ে যায়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো
02 MAR 2026

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে দুশ্চিন্তায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা

রপ্তানি খাত

ইরানের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য খুবই কম। তারপরও সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বেগে রয়েছেন রপ্তানিকারকেরা।

- ইরানের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য খুবই কম, তা ১ কোটি ডলারের সামান্য বেশি।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ১ কোটি ৯ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে ইরানে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইরান থেকে ৫ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ বাহিনী গত শনিবার সকালে ইরানে হামলা চালিয়েছে। পাল্টা জবাবে ইসরায়েলের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান। হামলা-পাল্টা হামলায় এই অঞ্চলের সব বিমান যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। সব ধরনের জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালিও বন্ধ করে দিয়েছে ইরান।

ইরানের সঙ্গে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি খুবই সামান্য হলেও মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলো বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির নতুন বাজার। তাই মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে হামলা ও পাল্টা হামলায় দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন রপ্তানিকারকেরা। হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় পণ্য রপ্তানিতে খরচ বাড়বে—এমন আশঙ্কার কথাও বলছেন রপ্তানিকারকেরা।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার জবাব হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কাতার, বাহরাইন, সৌদি আরব ও ইরাকে হামলা চালিয়েছে ইরান। এই দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের বড় বাজার হচ্ছে ইউএই।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রসহ তাদের মিত্রদেশের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা খুবই কম। তবে উত্তেজনা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্য রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।'

মোহাম্মদ হাতেম আরও বলেন, 'আমরা এখনো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এরই মধ্যে আবার ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জাহাজে পণ্য পরিবহনে খরচ বাড়বে। অন্যদিকে আকাশসীমা বন্ধ থাকায় কার্গো বিমানও চলছে না। সব মিলিয়ে পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছি আমরা।'

ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য কম

যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদেশের বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য খুবই কম, তা ১ কোটি ডলারের সামান্য বেশি। তার মধ্যে বড় অংশ বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি। করোনার পর এক বছর দেশটির সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি কিছুটা বাড়লেও দুই অর্থবছর ধরে টানা কমছে।

> **আমরা এখনো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এরই মধ্যে আবার ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জাহাজে পণ্য পরিবহনে খরচ বাড়বে।**
>
> মোহাম্মদ হাতেম, সভাপতি, বিকেএমইএ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ১ কোটি ৯ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে ইরানে। এর মধ্যে ছিল ১ কোটি ৮ লাখ ৩২ হাজার ৮৯৮ ডলারের পাটের সুতা, ৯৫ হাজার ৩১০ ডলারের নিট পোশাক এবং ৯ হাজার ৩৫১ ডলারের ওভেন পোশাক।

বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা ২০২০-২১ অর্থবছরেও ইরানে ১ কোটি ৫৯ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেন। পরের বছর সেই রপ্তানি কমে ১ কোটি ১৯ লাখ ডলারে নেমে আসে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি বেড়ে ১ কোটি ৮০ লাখ ডলারে দাঁড়ায়। তার পরের অর্থবছরে রপ্তানি কমে দাঁড়ায় ১ কোটি ৫৪ লাখ ডলারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইরান থেকে ৫ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। তার আগের তিন বছর দেশটি থেকে আনুষ্ঠানিভাবে কোনো পণ্য আমদানি হয়নি। এ ছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছর দেশটি থেকে আমদানি হয়েছিল ৩ লাখ ডলারের পণ্য।

পুরোনো তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে দেখা যায়, ইরান থেকে পণ্য আমদানি বছর দশেক আগেও বর্তমানের চেয়ে বেশি ছিল। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪৪৯ কোটি টাকার পণ্য আমদানি হয় ইরান থেকে। তার পরের বছর থেকে সেই আমদানি কমতে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে আমদানি হয় ৯৯ কোটি টাকার পণ্য।

অন্য দেশে প্রভাব বেশি

মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত সংঘাত ছড়িয়েছে তার মধ্যে ইউএই ও সৌদি আরব বাংলাদেশি পণ্যের উদীয়মান বাজার। অন্য বাজারেও ইরানের চেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি হয়। এসব দেশে তৈরি পোশাক, হিমায়িত মাছ, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, শাকসবজি ও ফলমূল, ক্যাপ, জুতা ইত্যাদি পণ্য রপ্তানি হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইউএই, সৌদি আরব, ওমান ও কাতারে প্রতি মাসে ২-৩ লাখ ডলারের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানি করে হিফস অ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ। পরিস্থিতি দ্রুত শান্ত না হলে রপ্তানি ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ছৈয়দ মুহাম্মদ শোয়াইব হাছান। গত রাতে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানির অর্ধেকের কাছাকাছি যায় মধ্যপ্রাচ্যে। ভারতে বিধিনিষেধের কারণে অধিকাংশ কোম্পানি হোঁচট খেয়েছে। এখন মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা দীর্ঘায়িত হলে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানিকারক অনেক প্রতিষ্ঠান হুমকিতে পড়বে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইউএইতে ৪০ কোটি ৭৯ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের চেয়ে ২ কোটি ৩০ লাখ ডলার বেশি। এ ছাড়া বিদায়ী অর্থবছর সৌদি আরবে ২৪ কোটি ৬২ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ১ কোটি ৬ লাখ ডলার বেশি। এ ছাড়া বিদায়ী অর্থবছর বাংলাদেশ থেকে কাতারে ২ কোটি ৬০ লাখ, কুয়েতে ২ কোটি ৫৪ লাখ, বাহরাইনে ৯০ লাখ ডলার এবং ইরাকে ২৭ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক *প্রথম আলোকে* বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য কতটুকু প্রভাব ফেলবে সেটি এখনও বলার সময় হয়নি। তবে তেলের দামে একটা প্রভাব পড়েছে। এলএনজির দামও বাড়তে পারে। সেটি হলে রিজার্ভের ওপর চাপ বাড়বে। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে প্রচুর বাংলাদেশি কাজ করেন। তাদের কাজের জায়গা আক্রান্ত হলে তারা বেতন পাবেন না। তাতে প্রবাসী আয় কমে যেতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারকে সতর্ক পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যখন যা করা দরকার তখন সেটি করার মতো প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

The Daily Star
2 MAR 2026

China-based firm to invest $30.47m in Bepza EZ

STAR BUSINESS REPORT

Green Pure Houseware (BD) Co Ltd, a China (Hong Kong)-based company, is set to invest $30.47 million to set up a manufacturing plant in the Bepza Economic Zone.

Md Tanvir Hossain, executive director (investment promotion) of Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza) and Wang Shenyu, managing director of Green Pure Houseware, signed a land lease agreement on behalf of their respective sides at the Bepza Complex in Dhaka yesterday, according to a press release.

The company will mainly produce greenhouse hydroponics tents -- specialised portable structures for soil-less cultivation.

Additionally, EVA cabinet mats, cartons, and PE packaging films will also be manufactured at the facility. The products will be exported to major international markets, including the US, Europe, the UK, Canada, and Japan.

The project is expected to create 3,000 jobs for Bangladeshi nationals.

Major General Mohammad Moazzem Hossain, executive chairman of Bepza, witnessed the signing ceremony. He welcomed the investors and reaffirmed Bepza's commitment to providing seamless services and a business-friendly environment.

Senior Bepza officials, including Abdullah Al Mamun, member (engineering), ANM Foyzul Haque, member (finance), and ASM Anwar Parvez, executive director (public relations), were also present.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

0 2 MAR 2026

POSSIBLE STRAIT OF HORMUZ CLOSURE AMID MIDDLE EAST TENSION

Exporters fear longer lead times, higher costs

JASIM UDDIN

Bangladesh's exporters are bracing for longer shipment lead times and higher freight costs amid fears that an escalation of the Middle East conflict could disrupt key global trade routes, particularly the Strait of Hormuz.

Businesses say prolonged instability may suspend flights through major Gulf transit hubs, delay cargo movement, inflate freight charges, and disrupt energy supplies, thus putting fresh pressure on an already fragile external trade sector.

Industry leaders warn that any shutdown of the Strait of Hormuz, a critical maritime chokepoint, will sharply raise transport costs.

A significant portion of vessels sailing from the Chittagong Port to Europe pass through the strait.

If the route becomes inaccessible, ships will have to reroute via longer corridors, such as the Cape of Good Hope, extending transit times by thousands of kilometres and driving up freight expenses.

Business leaders stress that the broader geopolitical fallout, rather than direct trade exposure to Iran, poses the greater threat to Bangladesh's export competitiveness and shipment lead times.

The government, however, says it is closely monitoring the situation. Commerce Secretary Mahbubur Rahman says the authorities are assessing developments in the Middle East and preparing contingency measures.

"We held discussions at our respective levels on Saturday night and are now working on plans to ensure the supply chain remains smooth," he said on Sunday.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, says Bangladesh's direct trade with Iran is limited, but the indirect fallout could be significant.

"We have yet to fully recover from the shock of the Russia-Ukraine war. Fresh geopolitical tensions could once again destabilise global trade," he said, adding that longer shipping routes would inevitably increase both costs and delivery times.

Exports to Europe are particularly vulnerable, as buyers often rely on air freight to meet tight delivery deadlines.

However, airspace closures across parts of the Middle East have already disrupted cargo flights, creating uncertainty for time-sensitive shipments.

Two global shipping giants - CMA CGM and Hapag-Lloyd - have reportedly suspended navigation through the Gulf and the Strait of Hormuz until further notice, rerouting vessels around the Cape of Good Hope.

Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), says the conflict could have multi-layered impacts, particularly as several regional air routes remain disrupted.

"The prolonged conflict will create further difficulties at a time when we were expecting a business rebound," he said, expressing hope for a swift resolution.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, also warned of prolonged uncertainty in global commerce.

He urged the government to engage with the Indian authorities to restore alternative transit facilities for air shipments, as exporters heavily depend on Middle Eastern hubs for cargo destined for Western markets.

Former BGMEA director Mohiuddin Rubel cautioned that tensions in the Strait of Hormuz could push up global oil and gas prices.

Higher fuel import bills would increase pressure on electricity generation costs, trade balance, and inflation, potentially slowing overall economic growth, he said.

Businesses also fear possible disruptions in imports of oil, liquefied natural gas (LNG), and liquefied petroleum gas (LPG) from the Middle East.

Prime Minister's Foreign Affairs Adviser Humayun Kabir, however, said there was no immediate reason for concern over fuel supplies, noting that the country currently held adequate reserves.

Although the Strait of Hormuz remains a vital global energy corridor, Bangladesh's bilateral trade with Iran is minimal.

Official data shows exports to Iran - mostly jute yarn - reached $10.9 million in FY25, while imports stood at $0.5 million.

Bilateral trade between the two countries has remained largely stagnant for years.

newsmanjasi@gmail.com

GULF TENSIONS & BANGLADESH EXPORTS

TRADE ROUTE AT RISK

- Strait of Hormuz key route for vessels from Chittagong Port to Europe
- Possible rerouting via Cape of Good Hope
  - Thousands of extra kilometers
  - Longer transit times
  - Higher freight costs

POSSIBLE IMPACT

- Delayed shipments to Europe
- Rising container rates
- Supply chain uncertainty
  - Exporters urge alternative transit access via India

GOVT POSITION

- Monitoring developments
- Preparing contingency plans
- Assures adequate fuel reserves

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
0 2 MAR 2026

BGMEA warns factories after Indian buyer fails to clear export bill

MONIRA MUNNI

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has asked its member factories to refrain from doing business with four Indian companies as one of the buyers allegedly failed to pay for goods already shipped.

The alert came after Styleverse Lifestyle Pvt Ltd did not pay a local exporter, Ducati Apparels Ltd, despite it having exported garments to the company, sources said.

The apparel apex body issued the instruction through a notification on Saturday, naming the companies as Indian Garage Co, Styleverse Lifestyle Pvt Ltd, Aditya Birla Fashion and Retail Ltd and Grasim Industries Limited.

"Styleverse Lifestyle Pvt Ltd, a sister concern of the Aditya Birla Group, has failed to settle outstanding export payment amounting to US$426,830.66 despite completion of the export shipment," the notification said.

As a result of the unpaid export bill, the exporting company has reportedly been facing significant financial, commercial and social hardship, it added.

When asked, BGMEA president Mahmud Hasan Khan said the association had repeatedly attempted to resolve the matter amicably and contacted senior officials of the four companies on several occasions.

Styleverse Lifestyle Pvt Ltd, a sister concern of the Aditya Birla Group, has failed to settle outstanding export payment amounting to US$426,830.66 despite completion of the export shipment

"But they did not pay the local factory," he said.

Talking to the FE, Managing Director of Ducati Apparels Ltd Md Khayer Mia said Styleverse Lifestyle placed work orders for 94,000 pieces of woven items in December 2024 and the goods were shipped in April through the Benapole-Petrapole border.

The customs authorities usually release goods after receiving the required documents from banks, but the Indian customs released the shipment without such documents, he alleged.

When he contacted Styleverse, it raised product quality complaint, although the goods had been inspected by its representatives before shipment, said Mr Khayer.

Later, the company made various excuses and eventually did not pay about US$0.42 million (around Tk 50 to 55 million), he said, adding that he subsequently lodged complaints with BGMEA, the Indian High Commission and relevant ministries in both countries.

In the notification, BGMEA said the company's failure to participate in the arbitration process has created financial risk and commercial uncertainty for its member factories.

As the foreign buyers continue to conduct business with other BGMEA member factories, such dealings could expose them to potential financial risks in the future, it said, urging members to refrain from entering into any new business transactions with the four companies and their representatives.

BGMEA also warned that if any party proceeds with business dealings despite the advisory, the individual or company concerned will be responsible for any subsequent complications.

The association further asked members to obtain its approval before issuing utilisation declarations (UD) in favour of these companies.

munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

0 2 MAR 2026

BEPZA signs US$30.47m deal for manufacturing hydroponics tent

Green Pure Houseware (BD) Company Ltd, a China (Hong Kong)-based company, will invest US$ 30.47 million to produce Greenhouse Hydroponics Tents-specialised portable enclosed structures designed for soilless plant cultivation-alongside EVA cabinet mats, cartons, and PE packaging films, says a press release.

The company has signed a land lease agreement with the Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) to establish a manufacturing facility at the BEPZA Economic Zone.

BEPZA Executive Director (Investment Promotion) Md Tanvir Hossain and Green Pure Houseware Managing Director Wang Shenyu signed the agreement on behalf of their respective organisations at the BEPZA Complex in the capital on Sunday.

BEPZA Executive Chairman Maj Gen Mohammad Moazzem Hossain witnessed the signing ceremony.

The hydroponics tents represent a non-traditional and high-value export product, reflecting BEPZA's strategic focus on product diversification and entry into specialised global markets.

The products will be exported to major international destinations including the USA, Europe, the UK, Canada, and Japan. The project is expected to create employment opportunities for 3,000 Bangladeshi nationals.

Abdullah Al Mamun, Member (Engineering); ANM Foyzul Haque, Member (Finance); ASM Anwar Parvez, Executive Director (Public Relations); along with senior officials of BEPZA, and representatives of the company, atteded the event.

BEPZA Executive Director (Investment Promotion) Md Tanvir Hossain and Green Pure Houseware Managing Director Wang Shenyu signed the agreement on behalf of their respective organisations at the BEPZA Complex in the capital on Sunday.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

0 2 MAR 2026

Green Pure Houseware to invest $30m in hydroponics tent factory at Bepza EZ

INVESTMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh is set to begin manufacturing greenhouse hydroponics tents, as Green Pure Houseware (BD), a Hong Kong–based company, has signed a land lease agreement with the Bangladesh Export Processing Zones Authority to establish a production facility at the Bepza Economic Zone.

The company will invest $30.47 million to manufacture specialised portable greenhouse hydroponics tents designed for soil-less plant cultivation, along with EVA cabinet mats, cartons and PE packaging films. The project reflects Bepza's strategy to diversify export products and enter higher-value specialised global markets.

The products are expected to be exported to major international destinations, including the United States, Europe, the United Kingdom, Canada and Japan. The initiative is projected to create employment opportunities for around 3,000 Bangladeshi nationals.

Officials of Bepza and Green Pure Houseware (BD) exchange documents after signing a land lease agreement at the Bepza Complex in Dhaka on Sunday. PHOTO: COURTESY

The agreement was signed yesterday at the Bepza Complex in Dhaka. Executive Director (Investment Promotion) Tanvir Hossain signed on behalf of Bepza, while Managing Director Wang Shenyu signed for the company.

The ceremony was witnessed by Bepza Executive Chairman Mohammad Moazzem Hossain.

Welcoming the investment, the executive chairman reaffirmed Bepza's commitment to providing seamless services and a business-friendly environment to support the project's successful implementation and operation.

The event was attended by Member (Engineering) Abdullah Al Mamun, Member (Finance) ANM Foyzul Haque, Executive Director (Public Relations) ASM Anwar Parvez, along with senior Bepza officials and company representatives.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো